কিছু কথা

ড. মোশারফ হোসেন

M.Sc. PhD. (Chemistry), M.Ed

চেয়ারম্যান, আশ শিফা হসপিটাল

বর্তমান চিকিৎসা ব্যাবস্থায় আমরা দুটি বড়ো চ্যালেঞ্জ দেখতে পাই। এক, মানুষ যতটা অর্থ ব্যয় করছে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার অধিকার ততটা হলেও; তা পাচ্ছে না। দুই, গরিব মানুষের চিকিৎসার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল।

আমি শিক্ষা জগতের মানুষ হলেও এই দুটি লক্ষ্য পূরণে অতি উৎসাহী সুযোগ্য ছাত্র ডাক্তার ফারুকউদ্দিন পুরকাইতের ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছিলাম। প্রতি মুহূর্তে সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও দলগত ইতিবাচক সমর্থন দিয়ে এসেছি। প্রথম থেকেই আমরা ঠিক করেছিলাম শরিয়াহ কমপ্লায়েন্সের মধ্যে থেকে সুদহীন লেনদেনের মাধ্যমে আমাদের প্রজেক্ট গড়ে উঠবে। আজকের দিনে কোনো বড়ো উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এমন ভাবনা নিয়ে পথচলা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করি। মহান করুণাময়ের দয়ায় ট্রাস্টের সকল সদস্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা অনেকটা পথ হাঁটতে সক্ষম হয়েছি। আশ শিফা হাসপাতাল মানুষের আশা-ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে।

আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় এই ধরনের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক যেগুলি মানুষের আশা-ভরসার জায়গা হবে। হাসপাতালে গিয়ে মানুষ প্রতারিত ও সর্বস্বান্ত হবে না। এই উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা হাসপাতাল করতে চান, আমরা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে চাই।

ডক্টর ফারুকউদ্দিন পুরকাইতের নেতৃত্বে ট্রাস্টির সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতায় সাধারণ মানুষের আন্তরিক আশীর্বাদে সর্বোপরি পরম করণাময়ের অশেষ করুণায় আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণে এবং সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে অনেকাংশে সফল হয়েছি। সেই যাত্রাপথে আপনাদের পাশে পাব এই আশা রাখি। আমরা বিশ্বাস করি সমাজের সার্বিক উন্নয়নের প্রয়োজনে আমাদের অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে।

শুরু করি মহান প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই সবাইকে। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতোই স্বাস্থ্যও আমাদের জীবনের এক অপরিহার্য অংশ। প্রতিনিয়ত চিকিৎসার মাত্রাতিরিক্ত খরচ মানুষকে নাজেহাল করে দিচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় যেমন ঠিকমতো চিকিৎসা পাওয়া যায় না তেমনি চিকিৎসা খরচ বহন করাও নিম্নবিত্ত মানুষের সাধ্যের বাইরে। প্রতিনিয়ত এই অসহায়তা দেখতে দেখতে আশ শিফা হসপিটালের পরিচালন পর্ষদের একান্ত ইচ্ছায় এক মহৎ-কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য তৎপর হই। যুক্ত হই আশ শিফা হসপিটাল গড়ে তোলার কাজে। আমরা দলগতভাবে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছি কীভাবে মানুষকে স্বল্প ব্যয়ে ভালো চিকিৎসা দেওয়া যায় সেই কাজে। পাশাপাশি বিশেষ ছাড় দিয়ে গরিব মানুষদেরও এই পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টাও আমরা করে চলেছি। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ড. মোশারফ হোসেন (চেয়ারম্যান, আশ শিফা), ডা. ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর, আশ শিফা), ডা. সুনন্দা জানা (সিইও, আশ শিফা), অন্যান্য চিকিৎসকবৃন্দ, ট্রাস্টির সমস্ত সদস্য এবং সহযোগী স্টাফ, নার্স যাঁরা অক্লান্তভাবে আশ শিফার কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁদের সকলকে। আরও ধন্যবাদ জানাই জগন্নাথপুর এলাকার সমস্ত মানুষকে, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। আগামী দিনেও আপনাদের সবাইকে আমাদের পাশে পাব এই আশা রাখি।

সেখ মনির উদ্দিন

ভাইস চেয়ারম্যান

আশ শিফা হসপিটাল

কিছু কথা

ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত

MBBS, MD, Dip. Card

ডিরেক্টর, আশ শিফা হসপিটাল

অনেকেই জানেন হয়তো পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজে আবাসিক মিশনারি শিক্ষা ব্যবস্থার কথা। এই ব্যবস্থাপনায় সমাজের নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ ফ্রি, হাফ ফ্রি, এক চতুর্থাংশ ফ্রি বা সম্পূর্ণ ফিজ দিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়। এভাবে ভালো শিক্ষা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটা সিস্টেম চালু হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন একটা মডেল তৈরি করে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। অথচ দেখা যায় মানুষের মৌলিক চাহিদার মাধ্যে শিক্ষার চেয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা কোনো অংশে কম নয়। ডাক্তারি পাশ করে কলকাতার আর এন টেগোর হাসপাতালে চাকরি করা কালে মাথায় আসে শিক্ষার মতো স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রেও আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হবে। এবং সেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই যেন সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই ভাবনারই ফসল হল আশ শিফা হসপিটাল। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে চিকিৎসক হিসেবে আমাকে সামনে থেকে কাজ করেতে হলেও পিছনে অনেক মানুষের অবদান আছে। আস শিফা ট্রাসেস্টর সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতা ও পরামর্শ হাসপাতাল গড়ে তোলা ও পরিচালনায় সর্বদা সহযোগিতা করে চলেছেন। এর পাশাপাশি ডা. সুনন্দ জানা, ডা. সাবিহা নাজ, বসিরউদ্দিন সাঁফুই, যিশু রায় সহ অন্যান্য নার্স, সহযোগী স্টাফদের সাহায্য ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। সর্বোপরি এলাকার এবং দূর-দূরান্তের যেসব রোগীরা আমাদের উপর ভরসা রেখে আশ শিফাতে চিকিৎসা নিতে আসেন তাঁদের আস্থা ও ভালোবাসা না পেলে আমাদের স্বপ্ন সাকার করা কঠিন হতো। সকলের প্রতি রইলো হার্দিক শুভেচ্ছা।

বলতে দ্বিধা নেই আশ শিফা গ্রুপের কর্মযজ্ঞের মূল হোতা আমার বন্ধু ডাক্তার ফারুক। ২০০৪ সালে আমি আর ফারুক দুজনেই মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের ইয়ার-মেট তথা রুম-মেট। তখন থেকেই আল-আমীন মিশনের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদানের মতো সমাজের সহায়-সম্বলহীন আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের পরিকল্পনা ফারুকের মাথায় আসে। তবে আল-আমীন মিশনের পরিষেবা মূলত সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের জন্য হলেও স্বাস্থ্য পরিষেবা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য করার কথা বলে। আশ শিফা হাসপাতালের বর্তমান ট্রাস্টিদের মধ্যে ড. মোশারফ হোসেন, আবিদদা, ডা. ফৈয়াজ প্রমুখের সে সময় আমাদের হস্টেল রুমে আনাগোনা ছিল। বন্ধু ফারুকের ছাত্রাবস্থা থেকেই দূর গ্রামাঞ্চলের আত্মীয়-স্বজনদের মেডিকেল কলেজের চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টায় খামতি ছিল না। তাই ফারুকের ভাবনার সততা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না। যখন আমরা আর এন টেগোর অর্থাৎ দেবী শেঠির হাসপাতালে একসঙ্গে কাজ শুরু করলাম এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্লিনিক্যাল কার্ডিওলজি করার দৌলতে হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ব্লক, অ্যাঞ্জাইনা, টেম্পোরারি ও পার্মানেন্ট পেসমেকার ইমপ্লানটেশন, করোনারি বাইপাস, হার্টের ভাল্ব রিপ্লেসমেন্ট, সিআরটি প্রভৃতি হৃদরোগের সমস্যা দেখে ও ম্যানেজ করে চলেছি তখন মনের মধ্যে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় ক্রিটিক্যাল স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ইচ্ছা ও সবরকমের চিকিৎসা স্বল্পমূল্যে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন আরও কাছাকাছি চলে আসে। আশ শিফা হাসপাতাল গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু হয়। আশ শিফা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পট পরিবর্তনের সূচনা হয়। বর্তমানের অর্থ-সর্বস্ব ব্যবসায়িক মানসিকতা থেকে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ছোঁয়া দিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই। পথ বন্ধুর কিন্তু চিন্তা সৎ ও অপ্রতিরোধ্য। প্রতিবেশিরা নিপাত যাবে আর নিজেরা আত্মমগ্ন থেকে সুখ ভোগ করব, তা হতে পারে না। তাই মত ও মাথাতে এক হয়ে মঙ্গল-নিষ্ঠায় ব্রতী হওয়ার ফসল এই আশ শিফা হাসপাতাল। একে কেন্দ্র করে আরও অনেক কর্মযজ্ঞ হবে। আশ শিফা বটবৃক্ষ হোক মহীরূহ হোক তবেই তা অনেকের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠবে। সতত এই কামনা করি।

ডা. সুনন্দ জানা

MBBS, MD, Dip. Card

সি.ই.ও, আশ শিফা হসপিটাল